

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ নীতিমালা

বর্তমান সরকার শিক্ষার গুরুত্ব বোধার্থেই উপলব্ধ করেছেন। অল্প জাই শিক্ষাখাতে ব্যয় যেমন পর্যাপ্ত পারমাণে তারা ব্যয় করেছেন, তেমন শিক্ষকদেরও দিয়েছেন বিশেষ মর্যাদা। এজন্য সরকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই। তবে কলেজ জাতীয়করণের সরকারী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে আমরা পারছি না। আর তা হলো এ ব্যাপার অর্থাৎ বেসরকারী কলেজকে সরকারীকরণের ব্যাপারে সরকারের সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব। আমরা মনে করি বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণের ক্ষেত্রে সরকারের একটি সনাদপত্র ও সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকে একান্ত প্রয়োজন। আর এই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে চাই। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে—

(ক) উপজেলার হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত কলেজগুলিকে সরকারী-করণের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হোক; (খ) পুরাতন কলেজ ও স্কুলগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া (যদি পর্যায়ক্রমে সরকারী করা হয়) হোক। তাছাড়া স্বাধীনতা-পূর্বকালের কলেজ-স্কুলগুলিকে সরকারীকরণের প্রথম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কেননা, পুরানো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন থেকে চাকরি সংক্রান্ত সমস্যা ভোগছেন। এমন কি অনেকেই সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাই আমরা পুরানো কলেজ-স্কুলগুলিকে সরকারীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি।

মেঃ মাহমুদুল ইসলাম।
 জনৈক কলেজ প্রভাষক।